সমপাদক

হিলাল বিন দুলাল গাযী

মাওলানা ইরফান আলী

মাওলানা আবদুল্লাহ আননোমান

নির্বাহী সমপাদক

আবদুল্লাহ আল মামুন

প্রকাশনায়

মিদরাস

যোগাযোগ

01331071512

পিডিএফ মূল্য

পাঁচ টাকা

# শত্রুর কাছে সাহায্য কেন

🖉 হিলাল বিন দুলাল গাযী

মানুষের ফিতরাত হলো মানুষ বিপদে পড়লে তার বন্ধুর কাছে ছুটে যায়। কখনোই শত্রুর কাছে যায় না। এটাই একজন সুস্থ মানুষের কাজ। কিন্তু যদি বিপরীত করে, তাহলে কি তা কোনো সুস্থ মানুষের কাজ হবে?

দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে আজ উমমাহ যখন স্বীয় জান, মাল ও ঈমান নিয়ে বিপদে পড়ছে, তখন তারা বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য শত্রুকেই ডেকে আনছে।

ফিলাসতিনের মানুষের উপর ইয়াহূদী কর্তৃক নিষ্ঠুর নির্যাতনের এ অসহায় মুহূর্তে তারা কুফরিসংঘকে বারবার আবেদন জানাচ্ছে। অথচ উমমাহর অকৃত্রিম বন্ধু মুজাহিদদেরকে তো আহ্বান জানানো দূরে থাক, তাদেরকে এই উমমাহ উগ্রবাদী ট্যাগ লাগিয়ে মুসলিম সমাজ থেকেই বিচ্যুত করে রেখেছে।

তদ্রূপ সম্প্রতি বাংলাদেশে যখন শাতিমদের উৎপাতের কারণে মুসলিম উমমাহ স্বীয় ঈমান নিয়ে বিপদে পড়ল, তখনো তারা বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আহ্বান জানাল সেই মুরতাদদেরই সহযোগীদের।

তারা উমমাহর অকৃত্রিম বন্ধু মুজাহিদদেরকে বলল না যে, হে আমার আল্লাহর পথের বন্ধু! তোমার তরবারি এবার উঁচু করো। মুসলিমদের উপর ঈমানের পরীক্ষা এসেছে।
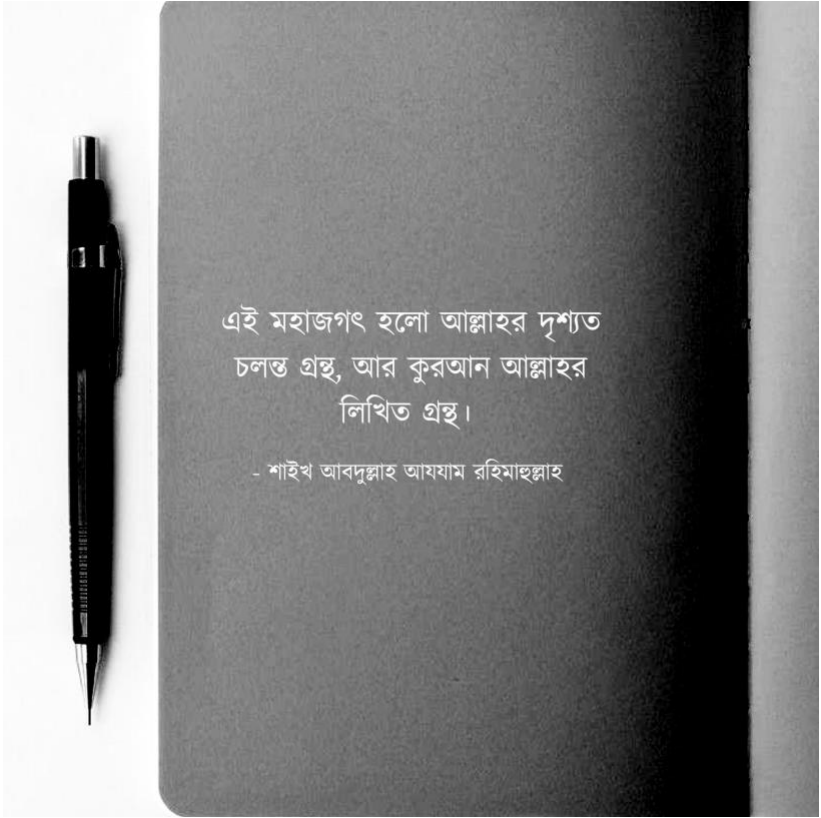
# আসিফা বানু:
# ঝরে যাওয়া ক্ষতবিক্ষত এক ফুলের নাম

আবদুল্লাহ গাযী

## এক.

কাশমীরের এক ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম রসানা। সবুজ বনানী আর পাখির কলতানে মুখরিত এই গ্রামের প্রতিটি কোণ ছিল স্বর্গের মতো। এই গ্রামেই বসবাস করত ছোট্ট আসিফা বানু। বয়স মাত্র আট বছর। তার বড় বড় চোখে ছিল কৌতূহলের দীপ্তি, আর হৃদয়ে ছিল পৃথিবীজোড়া ভালোবাসা। সে ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসত, পাহাড়ি ছাগলগুলোকে পাহারা দিত আর প্রতিদিনই স্বপ্ন দেখত অজানা রঙিন এক জগতের।

১০ জানুয়ারি ২০১৮, বুধবার। সেদিনও অন্য দিনের মতো শুরু হয়েছিল। আসিফা তার প্রিয় ঘোড়াটিকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়। কিন্তু সেদিন ছিল ভিন্ন—পাহাড়ের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল অন্ধকার। কয়েকজন দানব, যারা মানুষের চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ওত পেতে ছিল। তাদের মনে করুণা বা দয়া ছিল না, বরং ঘৃণা ও নৃশংসতায় পূর্ণ। প্রভেষ কুমার, সঞ্জি রাম ও তার ভাতিজা আসিফাকে টেনে হেঁচড়ে জঙ্গলের ভিতর নিয়ে যায়। দানবীয় রূপ ধারণ করে সঞ্জি রামের ভাতিজা ঝাপিয়ে পড়ে আসিফার উপর। ধর্ষণের পর তারা আসিফাকে একটি মন্দিরে বন্দি করে রেখে

যায়, যেটির দায়িত্বে ছিলো সঞ্জি রাম। যেখানে অন্ধকারের নীচে লুকিয়ে ছিল পৈশাচিক মনোবাসনা।

নিখোঁজ আসিফাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিলেন তার মা-বাবা। তারা কয়েকবার ঐ হিন্দু মন্দিরের পাশ দিয়ে যাওয়া-আসাও করেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি যে তাদের শিশুকন্যাকে ধর্মীয় উপাসনালয়ে আটকে রেখে ভয়ংকর যৌন নির্যাতন করা হতে পারে।

১১ জানুয়ারিতে আসিফাকে কোথাও দেখেছেন কি না সেটি প্রতিবেশী সঞ্জি রামের কাছে জানতে চাইলে সে তাদেরকে পথভ্রান্ত করে ছেড়ে দেয়। ঐদিন সঞ্জি রামের ভাতিজা উত্তরপ্রদেশে থাকা সঞ্জি রামের ছেলেকে কল করে বলে যে, "তুমি যদি কামেরজ্বালা মেটাতে চাও, তবে দ্রুত চলে আসো।"

১২ জানুয়ারি সঞ্জি রামের পুত্র বিশাল রসানা গ্রামে চলে আসে এবং ১৩ জানুয়ারি বিশাল, তার পিতা সঞ্জি রাম, সঞ্জি রামের ভাতিজা ও প্রভেষ কুমার মন্দিরে যায়। সেখানে বিশাল ও সঞ্জি রামের ভাতিজা আসিফাকে পালাক্রমে পুরোদিন ধর্ষণ করতে থাকে।

ভোরের সূর্য উঠে অস্ত যাওয়ার পথে। কিন্তু দানবদের নৃশংসতা থামার কোনো নামগন্ধ নেই।

কিছুক্ষণ পর সঞ্জি রাম বললো, "এখন ওকে হত্যার সময় হয়ে গেছে।" ওরা আসিফার নিথর দেহটি একটি কালভার্টে নিয়ে গেলো। সেখানে সঞ্জি রামের সঙ্গী

পুলিশ অফিসার দ্বীপাক খাজুরিয়া উপস্থিত হলে সেও আসিফাকে শেষবারের মতো ধর্ষণের আকাঙ্ক্ষা ব্যাক্ত করে।

দ্বীপাকের পৈশাচিকতা শেষ হতে না হতেই ঝাপিয়ে পড়লো সঞ্জি রামের ভাতিজা। ভয়াবহ এই গণধর্ষণের পর সঞ্জি রামের ভাতিজা ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে আসিফাকে হত্যা করে।

গ্রাম থেকে প্রায় এক-কিলোমিটার দূরে জঙ্গলে পড়ে রইলো কাঁটাহীন একটি ছোট্ট ফুলের ছিন্নভিন্ন নিস্তেজ দেহ।
চলবে·········
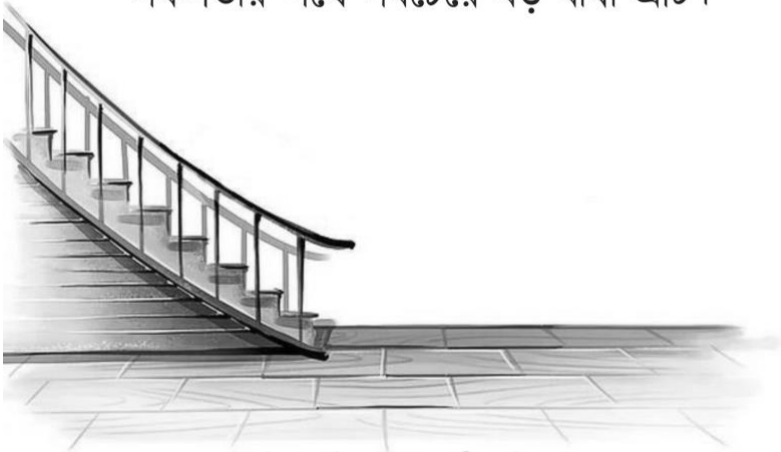
১) যখন মৃত্যু আসে, তখন তা লোমকূপ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মৃত্যু প্রত্যেক প্রেমিককে দিগন্তের অপর প্রান্তে পাঠিয়ে দেয়। মনের ইচ্ছাগুলি অপূর্ণই থেকে যায়। পুত্র যত প্রিয় হোক না কেন, ভাই যত মূল্যবান হোক না কেন, স্ত্রী যত প্রেয়সী হোক না কেন, বাড়ি যত প্রাসাদতূল্য বিলাসী হোক না কেন, মৃত্যু এর সব কিছু থেকে পৃথক করে দেয়। - সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান

২) আপনি যদি হৃদয়ের গভীরে পৌছতে পারেন, দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গ আপনার নিকট এমনিই সমর্পিত হবে। - সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান

৩) ছোট্ট শিশুদের দরকার ভালবাসা এবং পর্যাপ্ত খেলাধুলা, ঠিক যেমন বড়দের প্রয়োজন কাজ এবং টাকা। - সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান

৪) পড়াশুনা করে যদি মানসিকতাটা উদ্বিগ্ন থেকে যায়, সে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, অন্তঃমুখী হয় অথবা লজ্জাহীন হয়, দৃঢ় সংকল্প না হতে পারে, তার সাহস যদি একটা মুরগির বাচ্চার সমান হয় তাহলে সেই পড়াশুনা করে ডিগ্রী অর্জন ছাড়া অন্য কোনো লাভ আছে কি? তাই, নতুন প্রজন্মের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দেয়া সুস্থ পড়াশুনার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। - সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান

৫) শত্রুর আক্রমণ বন্ধুর নিমন্ত্রণ কোনো কিছুই তার নামাযকে সংক্ষিপ্ত করতে পারেনি। কিন্তু যখনই তিনি পেছনের কাতার থেকে কোনো শিশুর কান্নার শব্দ পেতেন, তিনি নামাজও সংক্ষিপ্ত করতেন। ﷺ- সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান

৬) দাম্পত্য জীবনে সমস্যা থাকবেই। মূলত এগুলো অনেকটা লবণের মত। বেঁচে থাকার সবচেয়ে মধুর অংশ। - সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান

৭) ভালবাসা হচ্ছে জীবনের ঔষধ এবং চলার পথের অনুপ্রেরণা। এটা হচ্ছে হৃদয়াকর্ষী সেই অনুভূতি যা সকল সৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে এবং প্রত্যেক জীবনের মধ্যে মিশে আছে। - সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান

৮) আমাদের দেখতে হবে এ ব্যাপারে আমাদের সর্বোচ্চ নেতা নাবী এবং তার সাহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল। মতবিরোধ নিরসনের এটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। - সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান

৯) মানুষের প্রবল গাম্ভির্যের সাথে অল্প কিছু রসবোধ উপস্থিত থাকা খুবই উত্তম। বক্তৃতা করার সময় কিছু কৌতুক করা, কথা বলার সময় মাধুর্য্য আর প্রজ্ঞার সুষম বিন্যাস ঘটানো খুবই ভাল কাজ। - সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান

১০) খাদিজা, সাফল্যের সেই প্রবেশ দ্বার যার ওপর ভর করে নবীন নাবী (সা) তাঁর রিসালাতের চূড়ান্ত শিখরে পদার্পন করেন। খাদিজাই ছিলেন সেই উষ্ণ বাড়ি যা প্রকম্পিত হৃদয়কে স্নিগ্ধ করেছিল। - সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান

১২) জীবন একটি কঠিন যাত্রা যার মধ্যে আনন্দ যেমন আছে, বেদনাও তেমনি আছে। কোনো মানুষই জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত দিক থেকে মুক্ত নয়। - সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান

১২) যে কেউ তার সন্তান সুস্থ মানসিকতা, নিরোগ শরীর, মধ্যমপন্থি চিন্তাধারার আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান তার উচিত এক দিনের জন্য তার গাম্ভির্য্যের উচ্চ স্তর থেকে শিশুদের স্তরে নেমে এসে তাদের সাথে রসিকতা করা, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা এবং তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। তারপর কোনো একদিন এই শিশুরাই পুরোপুরি বড় হয়ে, বুদ্ধিমত্তার প্রসার ঘটিয়ে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার সম্মানকে অনেক উচুতে নিয়ে যাবে। - সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান

১৩) সুখী মানুষের দৃষ্টান্ত হলো সে কারো থেকে কিছু আশা করে না। কারো গাদ্দারী তাকে ভেঙ্গে দেয় না। সে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে চলতে থাকে। যতোদিন না মৃত্যু এসে তার দরজায় কড়াঘাত করে। - হিলাল বিন দুলাল গাযী

১৪) এই যুগে ভালো ইংরেজি বলতে পারলে, একটু ওদের মতো হতে পারলে মনে হয়, এই বুঝি জাতে ওঠা গেল। এই সমাজে সেক্যুলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্তদেরই শিক্ষিত এবং সমাজের মূলধারা ভাবা হয়। - শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ

১৫) এই মহাজগৎ হলো আল্লাহর দৃশ্যত চলন্ত গ্রন্থ, আর কুরআন হলো আল্লাহর লিখিত গ্রন্থ। - শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ

১৬) সর্বসাধারণকে দ্বীনের মূল বিষয়ে দীক্ষিত না করেই শাখাগত বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করা কখনোই উচিত নয়; বরং তাদের দৃষ্টিকে দ্বীনের মৌলিক অবকাঠামোর দিকে নিবদ্ধ করতে হবে। - শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ

১৭) কোনো সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি অর্জনের জন্য পরীক্ষায় নকল করা কারও জন্যে বৈধ নয়, যদিও সে মনে করে এর মাধ্যমে সে ইসলামেরই সেবা করবে। কোনো কাফিরের মাল-সম্পদ চুরি করে কোনো মুসলিমকে দান-সাদাকাহ করাও বিধিসম্মত নয়।– শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ

১৮) নীরবতা আমাদের চিন্তাশক্তিকে শানিত করে। - হিলাল বিন দুলাল গাযী

**তথ্যসূত্র:**

১) লিডারশীপ – সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান
২) সভ্যতা বিনির্মাণে আকীদাহ- শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ

সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান

**৮ ডিসেম্বর ২০২৪**

মাওলানা হেমায়েত উদ্দিন সাহেবের কথায় জানলাম– তুরষ্কের আরারাত পর্বতে নূহ আলাইহিস সালামের নৌকা থেমে ছিলো প্লাবন শেষে। (আগেও শুনেছিলাম। কিন্তু গুরুত্ব দেই নি। হেমায়েত সাহেবের কথায় জ্ঞানটা গুরুত্ব পেলো।)
আর এই মাউন্ট আরারাত মূলত দুই আগ্নেয়গিরি দ্বারা গঠিত। একটাকে বলা হয় গ্রেট আরারাত, আরেকটি লিটল আরারাত। দুটার মাঝে লিটল আরারাতকে দেখতেই বেশি ভালো লাগে। ছোটবেলায় নদীর পারে বালুর টাওয়ার বানাইতাম যেমন, দেখতে ওই রকমই লাগে। তবে বৃহৎ এবং অনেক সুন্দর।

আর্মেনিয়ার ফাঁকা অঞ্চল থেকে এই মাউন্ট আরারাতের দৃশ্য বেশ চমৎকার! মনে হয় এই গ্র্যাসল্যান্ডে সারাদিন ভেড়া চড়াই। রাত হলে সামান্য কোনো কুটিরে সময় পার করে দেই। আর চেয়ে থাকি আরারাত পর্বতের দিকে।

তুরষ্কে আরও দুইটা মাউন্টেন শ্রেণী আছে।

১/ ইডা মাউন্টেন শ্রেণী। এই পর্বতমালার সর্বোচ্চ চূড়া গারগারুস পর্বতশৃঙ্গ যা প্রায় ১,৭৬৭ মিটার উঁচু এবং এখান থেকে মার্মারা ও ইজীয় সাগরের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়।

২/ তুরাস মাউন্টেন শ্রেণী। এটা খুব চমৎকার দেখতে। আর এখান থেকেই উৎপত্তি হয় বিখ্যাত নদী টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস তথা দজলা এবং ফুরাত নদীর।

এখন নতুন করে মনে হচ্ছে আর্মেনিয়ার গ্র্যাসল্যান্ডে হাঁটা দরকার। সারাদিন ঘুরবো আর দূরে মাউন্ট আরারাত কিংবা মাউন্ট আরাগাটস দেখবো! তুরস্কেও যাবো ইডা পর্বতমালা আর বিখ্যাত তুরাস পর্বতমালা দেখতে।

হোয়াট এ বিউটিফুল আর্থ
দ্যাট ইজ গিভেন বাই আল্লাহ!

# সমাপ্ত

**প্রিয় ভাই!** আপনাদের পাশে পেলে আমরা আমাদের স্বপ্নের সোপানে আরোহণ করতে পারব। তাই আমাদের সাথে থাকুন।

টেলিগ্রাম: https://t.me/midr_as
ফেসবুক: https://www.facebook.com/midraas